দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 JUL 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

০৬

ডঃ শহীদুল্লাহর দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা

—মুঃ আল আমীন বাকলাই

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এমনি একজন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি এক অর্থে বিদ্রোহী ছিলেন। তবে তা সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার-অপসংস্কৃতি আর অসত্যের বিরুদ্ধে। তিনি আজীবন একজন সংগ্রামী যোদ্ধা ছিলেন যার অস্ত্র ছিল লেখনী। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এককভাবে শুধুমাত্র কোন সম্প্রদায়ের কিংবা কোন ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণের জন্য কলম চালাননি। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিলঃ আমরা মুসলমান। ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন তিনি দেখতেন। আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারার সাথে এখানেই তার ঐকমত্য দেখতে পাই।

একজন চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হিসাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে বাংলাদেশের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা কেবলমাত্র অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। সীমিত গণ্ডীতে প্রাচীন পন্থীদের অনুকরণে মুসলিম সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গ যে সামাজিক মুক্তি চাচ্ছে, যে আজাদী চাচ্ছে তার সফলতা ততদিন আসতে পারে না যতদিন না মুসলমানরা ইসলামকে সত্যিকারভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। ইসলাম যে সর্বযুগের উপযোগী একটি আদর্শ ধর্ম, আদর্শ জীবন ব্যবস্থা, আদর্শ পারিবারিক ব্যবস্থা, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা, আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সুন্দর ও সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা— সে সত্যটি তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তা-ই তিনি বাংলাদেশে (পূর্বের পূর্ব পাকিস্তান) একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও বিশ্ববাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য আদর্শ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করার পরিকল্পনা অন্তরে পুষতেন। তার সে পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের পথে বাধা ছিলো আর এই আদর্শ মানুষ সৃষ্টির জন্য আদর্শস্থানীয় মানুষের অভাব। আর

এই আদর্শ মানুষ সৃষ্টির জন্য আদর্শ নীতি ও আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার মত গ্রন্থেরও দরকার ছিল। এই দ্বৈত প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি সারাজীবন এ দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

আদর্শ যুব সমাজ সৃষ্টির পাশাপাশি একদল আদর্শ নারী সৃষ্টি করাও তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। নেপোলিয়নের সেই কথাঃ 'You give me a good mother I shall give You a good nation'—তিনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই দেশের নারী সমাজকে একশ্রেণীর অন্ধ মানুষ ইসলামের নামে যখন পঙ্গু করে রেখেছে— তখন তিনি পবিত্র কুরআন, হাদিস শরীফসহ ইসলামের মৌখিক দলিল নিয়ে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন হন এবং প্রকৃত সত্য উদঘাটন করেন। ইসলামে নারীর ধর্ম সম্বন্ধীয় অধিকার, মুসলিম পারিবারিক আইন ও নারী কল্যাণ, তাপসী রাবিয়া, শামিয়া— প্রভৃতি রচনা ছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায় আজীবন তিনি লেখনী চালিয়েছেন। এ দেশে নারীর অধিকার যখন খর্ব, যখন একদল মুসলমান সত্য বলতেও দ্বিধাগ্রস্ত তখন ১৯৩৯-৪০ সালে মহান শহীদুল্লাহ ঢাকায় নিজে নারীদের নিয়ে পবিত্র ঈদের নামাযের জামাত করেন এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় সর্বপ্রথম মুসলমান নারীদের এ জামাতে ডক্টর শহীদুল্লাহ নিজেই ইমামতি করেন।

এ সময়ে তাঁর প্রকাশিত রচনার কিয়দংশ, "মানবদেহে যেমন দুই চোখ, দুই হাত, দুই পা, সমাজদেহে তেমনি নর ও নারী। যে দেহে এক চোখ কানা, এক হাত লুলা, জাতির সুষ্ঠু উন্নতি ব্যতীত সমাজকে সমুন্নত বলা যায় না।" অন্যত্র লিখেছেন—"হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, যদি রাত্রিকালে মসজিদে যাইতে তোমাদের স্ত্রীরা অনুমতি চায়, তবে অনুমতি দিবে।" অন্যান্য সময়েও মসজিদে উপস্থিত হইতে নারীদের প্রতি কোন প্রকার নিষেধ ছিল না। হযরত (সঃ) বলিয়াছেন—স্ত্রী (মসজিদে আসিবার) অনুমতি চাহিলে স্বামী যেন নিষেধ না করে।' হযরত উমরের স্ত্রী রাত্রি ও ভোরের নামাযে মসজিদে যাইতেন। তাহার স্বামী ইহা পছন্দ না করিলেও কখনও নিষেধ করিতে সাহসী হন নাই। কেননা হযরত (সঃ) বলিয়াছেন— 'আল্লাহর দাসীদিগকে আল্লাহর মসজিদে, যাইতে নিষেধ করিও না।'

নামাজের পরবর্তী অধ্যায়ে যাতে কোন প্রকার জটিলতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য তিনি নবীজী (সঃ)-এর হাদিস উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেন—"নারীরা পুরুষের পশ্চাতে থাকিয়া নামাযে যোগ দিতেন। সালাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মসজিদ হইতে সত্বর চলিয়া যাইত। হযরত ও তাহার শিষ্যের সালাম উচ্চারণের পর কিছুক্ষণ বসিয়া অপেক্ষা করিতেন, পরে অন্য নামাজ পড়িতেন।"

"৭/৮ ওয়াক্তের নামাযে ও জুমার নামাযে নারীদের যোগদান ইচ্ছাধীন ছিল। কিন্তু দুই ঈদের নামায সম্বন্ধে হযরত (সঃ) আদেশ দিয়াছেন যে, সকল নারী এমন কি রজস্বলা ও অন্তঃপুরবাসিনী যুবতীরা পর্যন্ত যেন ঈদের ময়দানে যায় এবং মুসলমানদের জামাতে ও দো'আয় শরীক হয়।"

"হযরতের (সঃ) সময়ে কখনও কখনও নারীরাও নারীদের জামাতের ইমামতি করিতেন।"

তবে বেশভূষা তথা আধুনিক একশ্রেণীর নারী যে বিকৃত সভ্যতার আমদানী করে সে সম্পর্কে ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেছেন, হযরত আয়শা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতির মাধ্যমে "তাহারা যাহা আরম্ভ করিয়াছে তাহা যদি আল্লাহর রসূল দেখিতেন, তবে অবশ্যই তাহাদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ